প্রথম আলো

তারিখ 22 OCT 2017

প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতি থামছে না

ছাত্রলীগের দুই নেতাসহ আটক তিনজন রিমান্ডে

আসাদুজ্জামান ও
আসিফুর রহমান ●

প্রশ্ন

গত ১০ বছরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ। জালিয়াতির পেছনে মূল ব্যক্তিদের শনাক্ত করা যায়নি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও প্রযুক্তির ব্যবহারে জালিয়াতির ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে। এতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার।

সর্বশেষ গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আগের রাতে ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। ওই রাতে গ্রেপ্তার ছাত্রলীগের দুই নেতাসহ তিনজনকে গতকাল শনিবার রিমান্ডে নিয়েছে সিআইডি। ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত গতকাল তাঁদের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তাঁরা হলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক মহিউদ্দিন রানা, অমর একুশে হলের নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন এবং পরীক্ষার্থী ইশরাক আহমেদ। সিআইডি বলছে, পরীক্ষার আগে প্রশ্নের উত্তর সরবরাহের ইলেকট্রনিক যন্ত্র আদান-প্রদানের সময় এঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের কথা মানতে রাজি নয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, তাঁরা বলছেন এটা জালিয়াতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা পরীক্ষার আগের রাতে অভিযান চালিয়েছি। পরীক্ষার হল থেকে জালিয়াতকারীদের ধরেছি। পরীক্ষার সময়েও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনেক তৎপর ছিল।' তিনি বলেন, পরীক্ষা শুরুর আগে তাঁদের কাছে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো অভিযোগ আসেনি। পরীক্ষার পর কেউ সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অভিযোগের তদন্ত হবে কি না, জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, 'আমরা তদন্ত করছি।'

গত ১০ বছরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বেশ কিছু পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে কিংবা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করায় এর কোনো সুরাহা হয়নি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতির সঙ্গে মূল ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে না পারায় এবং বিচার না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা থামছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষায় গত শুক্রবার পর্যন্ত ৩২ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬ জন বিভিন্ন ইউনিটের পরীক্ষার্থী। দুজন ছাত্রলীগ নেতাসহ তিনজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বাকি তিনজনকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে থেকে আটক করা হয়। পরীক্ষার্থীদের একজন ছাড়া সবাইকে ১৫ দিন থেকে এক মাস কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

তিনটি ইউনিটের পরীক্ষায় আটক হওয়া এই ২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ জন জালিয়াতির

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পৃষ্ঠা-১০ ■ সম্পাদকীয় : প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা—সত্য অস্বীকার নয়, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে